বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

87

তারিখ 24 MAY 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

সোনাগাজী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"। মানুষের জীবনে তাই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে। শুধুমাত্র নিজের উন্নতিই নয়, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে— জ্ঞানার্জন কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এবং একথাও বলা হয়েছে যে, একজন মুর্খ লোকের প্রার্থনার চেয়ে একজন জ্ঞানী লোকের ঘুম উত্তম।

পৃথিবীতে যতগুলো দেশ উন্নত হয়েছে তার পেছনে শিক্ষার অবদান সবচেয়ে বেশী। কেননা, একমাত্র শিক্ষাই পারে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা আনতে। শিক্ষা ব্যতীত জীবনে প্রতিষ্ঠা কোনমতেই সম্ভব নয়। আর সেই জন্যেই বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষার সুব্যবস্থা রয়েছে।

গ্রাম প্রধান আমাদের এই দেশে শতকরা ৯০ ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৭০ ভাগ লোকই অক্ষরজ্ঞানহীন। গ্রামের উন্নতিই দেশের উন্নতি। বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে নিপতিত এ দেশের গ্রামে মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়ার কারণে আজ বঞ্চিত হচ্ছে কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের সুফল থেকে।

শিক্ষায় অনগ্রসর ১টি উপজেলার শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা বিকাশের প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব নতুন করে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রোয়োজন। নিরক্ষরতা দূর করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার ও উন্নতির দিকে যে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে তাও কারো না জানার কথা নয়। কিন্তু সার্বিকভাবে সোনাগাজী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। সেখানে বিদ্যালয়গুলোর দুরবস্থার চিত্র যেমন চোখে পড়ে, তেমনি চোখে পড়ে শিক্ষকের স্বল্পতা। দু'হাজার সালের মধ্যে "সবার জন্যে শিক্ষা" এই কর্মসূচী রয়েছে। অথচ সোনাগাজী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র অত্যন্ত শোচনীয়। উপজেলার সিংহভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, ৭০ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এর কারণের মধ্যে পিতা-মাতার দরিদ্রতা, প্রতিকূল পরিবেশ, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষকের স্বল্পতা, বিদ্যালয় গৃহের অভাব, শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদানে অবহেলা অন্যতম। এ ছাড়াও শিক্ষার উপকরণের অভাবজনিত কারণও রয়েছে।

শিক্ষার উপকরণ বলতে শিক্ষাদানের জন্যে যেসব যন্ত্রপাতি, মডেল, চার্ট, ম্যাপ, কলম, কালি, বই, খাতা, পেন্সিল, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, ডাস্টার, চক ইত্যাদি সব কিছু যা শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন তা বুঝায়। এসব ছাড়া শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে আবগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষাদান দুরূহ ব্যাপার। ব্যয়বহুল হলেও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গঠনের জন্য শিক্ষাঙ্গনে এগুলোর যোগান নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে শিক্ষা কার্যক্রম যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারে ব্যর্থতার পরিচয় দেবে।

৭০ দশকের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে সোনাগাজী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। সোনাগাজী উপজেলায় সর্বমোট ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে সরকারী ৭৩টি, বেসরকারী ১০টি, সারা উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার ৭শ' জনেরও বেশী। এই ৩৩ হাজার ৭শ' জন ছাত্র-ছাত্রী সোনাগাজী উপজেলার জনসংখ্যা অনুপাতে নিতান্ত অপ্রতুল। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে যেখানে আসনের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু ভিড় আর ভিড়, ভর্তি পরীক্ষার সময় খোলা মাঠে, রাস্তায়, সর্বত্র উদ্বেগাকুলজনক জননী আর অভিভাবকের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, চোখে-মুখে শংসয় আর জিজ্ঞাসা, ছেলেমেয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে তো?

কোন কোন পত্রিকার খবর অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রতি শূন্য আসনে গড়ে ৭০ থেকে ১শ' জন, সেখানে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এখানে অর্ধেক বেঞ্চও পূর্ণ হয় না। ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা প্রয়োজন। সম্প্রতি সোনাগাজী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যদিও প্রাথমিক শিক্ষাকে আমাদের দেশে অবৈতনিক করা হয়েছে, কিন্তু সোনাগাজী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে নানা সংকট। সবদিক চিন্তা করে এই উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা নিরসনের জন্যে অবশ্যই জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"— এ সত্য যদি আমরা সত্যি সত্যি উপলব্ধি করে থাকি তবে সোনাগাজী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এ ধ্বংসের গ্রাস হতে মুক্তি পেতে হলে সোনাগাজীতে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

—এম, রফিক